



110350 - মাসরে সূচনা ও সমাপ্তি নির্ণায়ক হলো চাঁদ দেখা

প্রশ্ন

কিছু মানুষ দাবি করে তারা রমযানরে চাঁদ দেখেছে। এদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবি করে ঐ রাত্রে চাঁদ দেখা সম্ভব না। আমার কাছে এটা সমস্যা না; কারণ হিসাব ভুল হতে পারে, গণনায় এদিক-সদিক হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবি করে তারা তাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে চাঁদরে খোঁজ করলেও সবে রাত্রে চাঁদ দেখতে পায়নি। সুতরাং আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে না দেখা গেলে খালি চোখে কী করে দেখা সম্ভব? বিষয়টা যদি বিষয়টি উল্টা হত অর্থাৎ যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখা গিয়েছে কিন্তু চোখে দেখা যায়নি তাহলে মতভেদে করা বৈধ হত যে, রোযা রাখা যাবে নাকি যাবে না? মানুষজন কি ঈদ উদযাপন করবে; নাকি উদযাপন করবে না? কিন্তু সমস্যা হলো মানুষজন কীভাবে খালি চোখে দেখতে পায় অথচ যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখা যায় না? আসলে আমি আপনাদের কাছে বশির্দা ববিরণ চাই যে রাত্রে আমার মন থেকে সংশয় ও দ্বন্দ্বিতা দূর হয়ে যায়। আমার মনে হয় না এই প্রশ্নটা আমার একার।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযান মাসরে সূচনা সাব্যস্ত করার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো চাঁদ দেখা কিংবা শা'বান মাসরে ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া; যদি চাঁদ দেখা না যায়। সহিহ সুন্নাহ এটাই প্রমাণ করে এবং আলমেগন এর উপর ইজমা করেছেন। বুখারী (১৯০৯) ও মুসলিম (১০৮১) গ্রন্থদ্বয়ে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ; চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ (ঈদ পালন কর)। আর যদি আকাশ মঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা'বান মাসরে দনিসংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ করবে।”

জ্যোতির্বিদদের হিসাব ববিচ্য নয়। দেখার ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হল খালি চোখে দেখা। কিন্তু যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নতুন চাঁদ দেখা যায় তাহলে সেই দেখার ভিত্তিতে আমল করা যাবে; যমেনটি ইতিপূর্বে 106489 নং প্রশ্নোত্তরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে খালি চোখে দেখা যায়; অথচ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না— সঠিক কীভাবে হতে পারে? এর জবাব হলো: চাঁদ দেখার স্থান-কালরে ভিন্নতার কারণে এমনটা হতে পারে।

যাই হোক, হুকুমটি নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল; যদি নির্ভরযোগ্য একজন বা দুইজন মুসলিম নতুন চাঁদ দেখে থাকে



তাহলে সেই দখোর ভিত্তিতে আমল করা ওয়াজবি।

সুপ্রমি জুডিশিয়াল কাউন্সলি়ে প্রধান শাইখ সালহি বনি মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান হাফযিহুল্লাহ বলেন: “আব্দুল্লাহ আল-খুদাইরী নামে এক ভাই আছেন, নতুন চাঁদ পর্যবকেষণে প্রসদিধ একজন ব্যক্তি। তিনি চাঁদরে বহুবধি অবস্থা অবলোকন করছেন; এমনকি নতুন চাঁদ নয় এমন অবস্থাগুলোও। কিছু জ্যোতর্বিজ্ঞানী তার কাছে গয়িছিলি এবং তারা সবাই ‘হুতা সুদাইর’ এলাকা (সৌদতিে চাঁদ দখোর জন্য নর্বিধারতি এলাকা) একত্র হয়ছিলি। তিনি আমাকে জানান যে তারা তাদের কম্পউটারে হিসাব ও নর্বিধারণ অনুযায়ী ঐ রাতরে চাঁদ উঠার একটি জায়গা নর্বিধারণ করে। তিনি তাদেরকে বলেন যে তারা যে জায়গা থেকে চাঁদ উঠার কথা বলছে সেখান থেকে উঠবে না। কারণ তিনি তাদের আগই গত রাতে চাঁদ পর্যবকেষণ করছিলি। তিনি প্রতরিতে চাঁদরে উদয়স্থলগুলো জানতনে; পূর্ববর্তী রাতরে পরবর্তী রাতরে উদয়স্থল। এরপর যখন চাঁদ উদতি হল তখন তার নর্বিধারণকৃত স্থান দিয়ে উদতি হল; তাদের (জ্যোতর্বিজ্ঞানীদের) নর্বিধারণ অনুযায়ী নয়। তিনি এই বলে তাদের পক্ষে কফৈয়িত দনে যে, তারা চাক্ষুষ দখে স্থানটি নর্বিধারণ করনে। বরং নর্বিধারের কাছে থাকা যন্ত্রপাতি দিয়ে নর্বিধারণ করছিলি।”[আর-রয়াদ দনৈকি পত্রকায় প্রকাশতি এক সাক্ষাৎকার থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।